3-3-50

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নিবেদন—

"শ্রীতুলসীদাস"

১২

কা হি নী

বহু দোঁহা বা পদাবলীর রচয়িতা ও শ্রীরামজীর একনিষ্ঠ সাধক শ্রীতুলসীদাস চিরদিনই ছিলেন কাব্যানুরাগী ও সমাজ-সংস্কারক। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন ছিলো সরল, সহজবিশ্বাসী ও সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন। গৃহী তুলসীদাসের জীবন-নাট্যে প্রথম পরিবর্তনের গতি নিয়ে এলো, তাঁর প্রিয়তম পুত্র বিয়োগ। তাঁর স্ত্রীর—পুত্রশোকাতুরা রত্নাবলীর মনঃকষ্ট লাঘবের জন্য, তিনি রত্নাকে আরো কাছে টেনে নিলেন—তার ফলে, সবাই তাঁকে বল্লে—স্ত্রৈণ! একদিন তিনি ঘরে ফিরে দেখেন, রত্না চলে গেছে পিত্রালয়ে—কিন্তু রত্নাকে ছেড়ে তুলসীদাস একটি দণ্ড ও থাকতে পারেন না, তাই ঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগ মাথায় করে, তিনি গেলেন রত্নার কাছে। রত্না বল্লে "এই অনুরাগ শ্রীরামজীকে অর্পণ কর্লে ধন্য হতে",—এই একটি কথা তুলসীদাসের জীবনে এনে দিলে এক বিরাট পরিবর্তন। তুলসীদাস শ্রীরামজীর সন্ধানে গৃহত্যাগী হলেন। পথনির্দ্দেশক গুরুও মিললো—কিন্তু তুলসীদাসের মনে শান্তি কৈ? তিনি যে চান শ্রীরামজীর দর্শন। পরে—এক প্রেতাত্মার নির্দ্দেশে তুলসীদাস তাঁর মহাগুরুর সন্ধান পান,—তিনি দীন, হীন, বিকলাঙ্গের ছদ্মবেশে মহাবীরের অংশ—শ্রীঅঞ্জনাকুমার। অঞ্জনাকুমার তাঁর সম্মোহিনী মায়ায় তুলসীদাসের অভিলাস পূর্ণ করেন। আর তাঁরই আদেশে শ্রীতুলসীদাস রচনা করেন তাঁর অমর কাব্য শ্রীরাম-চরিত-মানস। তৎকালীন কাব্য-রচয়িতারা তাঁর বিপক্ষে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু গুরু-বলে বলীয়ান তুলসীদাসের কেউ কোন ক্ষতিই কর্ত্তে পার্লে না। কি ভাবে সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল, আর তাঁর জীবনের শেষ পরিণতিই বা কি?—চিত্রের মাঝেই তার সন্ধান পাবেন।

শ্রীতুলসীদাস।

জন্ম— ১৫৮৯ সম্বত। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে

মৃত্যু— ১৬৮০ „ । ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে

'রামচরিত মানস' রচনা—১৬৩১ সম্বত

১। রসনায় জ্বা'লো আজি রামদীয়া
যায় যাক তনুখানি, হৃদয় ভরিয়া থাক
রঘুপতি চরণ নিয়া—

২। রাম নাম মণিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহর হুঁ জো চাহসি উজিয়ার॥

৩। রাম নাম-রাম কল্পতরু
কলি কল্যাণ কারী হিতৈষী।
ভাং পাত্র সম শ্রীতুলসীদাস
নাম স্মরণে হোলো তুলসী॥

৪। লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে।
সঞ্চিত কত আশা কত মধু ভালবাসা
নারিনু পাঠাতে হায় সরম পারে।
খুলি তাই পত্রখানি মোর
অনুরাগে আপনি বিভোর
বিরহে জড়ানো প্রেমডোর
বাঁধিল আলিঙ্গন ভারে।
তোমারে নয়নে ভরি রাখি
ময়ূর পঙ্খ সম মেলি শত আঁখি।
তোমারে হৃদয়ে অনুভাবি
জলভরা আকাশেতে রামধনু আঁকি
দেখি তাই স্বপন-স্মৃতি-ছবি
মরমের মরমিয়া কবি
অখিলের অফুরন্ত রবি
যেন ঘেরে নীল নীলিমারে।

৫। ঘটাঘোর চহুদিশি
কজ্জল ছাওয়া নিশি
বিজলী চমকি থামি যায়।
বিরহ হুতাশ ঝরে
নয়ন-বরষা ধরে
মেদুর মৃদঙ্গ বাজে তায়॥

৬

মনে কি পড়ে না প্রিয়া !
গোধূলি তখন ছায়নি আকাশ
রবিকর ঢাকা মেঘে।
যমুনার জল উঠেছিল জ্বলে
কনক কিরণ লেগে।

প্রথম যেদিন তোমারে হেরিনু
মনের মানসী করি,
যমুনা-সিনানে সেদিনেতে ছিলে
জলে আঁকা জলছবি ;
জলাঞ্জলির জলে ডুবে গেল তাপস বিরাগ রবি,
ফিরিনু প্রণয় মেগে—
রবিকর ঢাকা মেঘে।

প্রথম প্রেমের পরিচয় দিনু পরমেশ হাতে তুলে
নব পরিণয়ে বাঁধি দিল দোঁহে শোক সন্তাপ ভুলে—
সেই ব্যথাটুকু ঘিরে আছে আজো
বিনিময় প্রেমরাগে ;
নিমেষে নিমেষে নয়নে হারাই
মনসিজ অনুরাগে,

তুমি আমি যেন চির বন্ধন জনম জনম আগে—
থাক হিয়া তলে জেগে—
রবিকর ঢাকা মেঘে।

৭

বন্ধ যদি হোলো মনের খেয়া,
চুকলো যদি সকল দেওয়া নেওয়া—
ওগো প্রিয় মন্দিরে আর কেন প্রদীপ জ্বালা ;—
হোক্ না সুরু বিদায় ক্ষণের পালা।
অস্তরাগে যদি আকাশ ছাওয়া,
হৃদয় মাঝে কেন আলোর মায়া,
মুক্তি যদি হোলো স্বপন কায়া,
ওগো প্রিয় মন্দিরে আর কেন প্রদীপ জ্বালা ;—
হোক্ না সুরু বিদায় ক্ষণের পালা।

বাহিরের এই অস্ত পূর্ব্বরাগে—
কেবল তোমায় অন্তরেতে জাগে ;
মরণ যদি এসে অমৃত মাগে—
ওগো প্রিয় মন্দিরে আর কেন প্রদীপ জ্বালা ;—
হোক্ না সুরু বিদায় ক্ষণের পালা।

চলে চলি পথে শ্রীতুলসীদাস
পিছে চাহিবার নাহি অবকাশ—চরণে;
তীর্থরেণুর শৃঙ্গার মাগি
চলে দিকে দিকে ভিক্ষার লাগি—শ্রীরাম রঘুবর স্মরণে।
এলো কাশীধামে বিশ্বনাথের পরম পুণ্যাবাসে—
মুখে বলে—
জয় শিব শম্ভু হর শংকর ত্রাসে
রাখো বাঁধি তব পাশে—তুলসী চরণ-শরণে।

অযোধ্যার পথে—সরযূর কূলে
রাম নাম গান উঠে দুলে দুলে—শ্রীরাম রঘুবর স্মরণে!

রাম কহত চলু, রাম কহত চলু, রাম কহত চলু ভাইরে—
নহি তো ভব বেগারি—মহ পরিহৌ ছুটত অতি কঠিনাই রে—
তুলসী চলে নাম রটনে—

নীলাচল নিলয়ে জগন্নাথের দ্বারে,
তুলসী খুঁজিয়া ফেরে তার দেবতারে—শ্রীরাম রঘুবর স্মরণে,

সব কি ঘটমে হরি রহেঁ পহ্চানতা নহি কোঈ
নাভিগন্ধ মৃগ জানে নহি ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোঈ—তুলসী চলে নাম রটনে।

অবিরাম চলে রাম নাম গাহি'
পথে পর্ব্বতে নদী তট বাহি'—শ্রীরাম রঘুবর স্মরণে,

সব বন তুলসী ভয়ো, সব পাহাড় শালিগেরাম
সব পানি গঙ্গা ভয়ো জিন্ ঘটমে বিরাজে রাম—তুলসী চলে নাম রটনে।

দ্বাদশ বরষ পরে লইল আশ্রয়
প্রিয় লাগি যেথা ফিরে পূরব প্রণয়—
গোধূলির অস্তরাগ সনে
বিসরণ ছাওয়া লগনে।

*

৯। দীপশিখা সম যুবতী জন মন জানি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি মদ—করহি সদা সত্ সঙ্গ।

১০। রাম নাম কো অঙ্ক হ্যায় সব সাধন হ্যায় সূন।
অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি অঙ্ক রহে দশ গুণ॥
কর নিত করহিঁ রাম পদ পূজা।
রাম ভরসো হৃদয় নহি দুজা॥

১১। থরিয়া থরী কপূর লোং উচিং না পিয় তিয় ত্যাগ।
কোঈ থরিয়া মোহি মেলি কোঈ অচল করো অনুরাগ॥

১২। অব প্রভু কৃপা করহুঁ এহি ভাঁতি।
সব ত্যজি ভজন করোঁ দিন রাতি॥

১৩। তুম্হী ছাড়ি গতি-দুসর নাহি।
রাম বসহুঁ তিন্হকে মন মাহিঁ॥

তুম্হি ছাড়ি গতি দুসর নাহি।
রাম বসহু তিন্হকে মন মাহি॥

১৪। তুম্ হি নিবেদিত ভোজন করহি।
প্রভু প্রসাদ পর ভূষণ ধরহি॥

১৫। স্বামী সখা পিতৃ-মাতৃ-গুরু জিন্হকে সব তুম্ তাত।
মন মন্দির তিন্হকে বসহু সিয় সহিত দোউ ভ্রাত॥

১৬। লিখিনু যে লিপিগুলি প্রিয় তোমারে।
সঞ্চিত কত আশা কত মধু ভালবাসা
নারিনু পাঠাতে হায় সরম পারে।

১৭। বৈঠে বরাসন রাম জানকী মুদিত মন দশরথ ভয়ে।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি আপনে সুকৃত সুরতরু ফলনয়ে॥
ভরি ভুবন উছাহুঁ রাম বিবাহ ভা সবহি কহা।
কে হি ভাঁতি বরনি সিরাত রসনা এক যহা মঙ্গল মহা॥

রাম সিয় শোভা অবধি সুকৃত অবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ য়া মিলি নর নারী সমাজ॥
রাম রাম কহ, রাম নাম কহ, রাম রাম রঘুরাঈরে।
সায় রাম রঘুমণি অমৃত নাম সুনি শ্রবণ রাম সুখ পাঈরে॥

১৮। (আমি) তনুচন্দন বাটি রাম নাম পাষাণে,
নয়ন সলিল ঢালি তায়—
ভকতি সুরভি ক্ষরে মন তপ ধেয়ানে
আলিপন আঁকি রাম পায়।
মোর, মনের মিনতি রাখ প্রভূজী
নিজ হাতে লেপি লহ আপন বুঝি—
ললাট শশাঙ্কে পর সিত পঙ্কে
তুলসী-অঙ্কে রাখি কায়।
রঘুবর-পদরজ-অগুরু-গন্ধ-চূয়া
তুলসী মাথে সারা গায়—
নয়ন সলিল ঢালি তায়।

১৯। মোদের এই পাতার ঘরে বসতি করবে রাজারাম।
চরণের ছোঁয়াচ লেগে ধূলিতে নাম্‌লো স্বর্গধাম।
পায়ের ও শ্রীচন্দনে ললাটে তিলক আঁকি,
রঘুকুল শ্রীনন্দনে বুকেতে বন্দী রাখি,
ভরে নিই দুইনয়নে রাম নয়নাভিরাম।

২০। কমল নয়ন ওয়ালে রাম—রাম হো
কষ্ট হরণ তেরো নাম—রাম হো।
চন্দন চমকত লীলার
কানন কুণ্ডল বাহার
বসগয়ি মন আন বান—কমল নয়ন ওয়ালে রাম।

নব দুর্ব্বাদল শ্যাম তন মন হারী
আহা—দেখন বনবাসী উমঙ্গ ভরি—
আয়সো মন হরণ ঠাম—কমল নয়ন ওয়ালে রাম।
জয় জয় দীন দয়াল
জয় জয় রাঘব কৃপাল
মুকুট শীষ চন্দ্রমান—কমল নয়ন ওয়ালে রাম।

২১। বর্ণানামর্থ সঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণী বিনায়কৌ।

সাদর সিবহি নাই অব মাথা।
বরণউ বিষদ রাম গুণ গাথা॥
সংবত সোরহ সৈ ইকতীসা।
করউ কথা হরি পদ ধরী সীসা॥

সিয় রঘুবর বিবাহ জো সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিন কহঁ সদা উছাহ মঙ্গল আয়তন রাম যশা॥
ইতি শ্রীরাম চরিত মানসে সকল কলি কলুষ
বিধ্বংসনে বিমল বিজ্ঞান বৈরাগ্য সম্তোষ
সম্পাদনো নাম তুলসী কৃত বাল কাণ্ড:
প্রথম: সোপান: সমাপ্ত:।

২২। মণি ভাজন বিষ পারই পূরণ অমী নিহারী।
কা ছান্দিয় কা সংগ্র হিয় কহহু বিচারি॥

কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাচ্চা।
কাম জো আবই কামরী কা লই করে কুমাচ্চা॥

২৩। সাচ্চা কহে তো মারে লট্ঠা ঝুঠা জগত ভুলাঈ।
গলি গলি গোরস ফিরে মদিরা বৈঠে বিকাঈ॥

গউয়া দোহকে কুত্তা পালে উন্‌কো বাছুর ভুখা।
সালেকো উত্তম খিলায়ে বাপ না পায়ে রুখা॥

ঘরকা বহুরী প্রীতন পায়ে চিত চুরায়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাশা দুখ লগে অউর হাঁসী॥

২৪। তোমারি বিরহে প্রিয় বিপরীত একি হোলো
ভাষা নাই বুঝাতে বিলাপ।
রাতি হোলো কাল রাতি
চাঁদিনীর অঙ্গে যেন রবি খরতাপ।
নবকিশলয়ে জ্বলে অনল হিল্লোল
রাঙা শতদলে তোলে অগ্নি শিখা দোল—
ভ্রমর গুঞ্জনে শুনি ক্রন্দন কলরোল

শ্যাম মেঘে ঝরে পরিতাপ।

মন্দ পবনে বহে সাপিনী নিশ্বাস

বসন্ত দহে কাটে দেহ।

হংস বলাকা পাখে ঘূর্ণি ঝটিকা

গৈরিক ধূমে ভরে গেহ।

২৫। রাম কিরিপা নাসহি সব রোগা।

জো এহি ভাঁতি বনই সংযোগা।

শশিকে কুমুদন বহুত হ্যয়, কুমুদনকো শশি এক।

হরিকে হরিজন বহুত হ্যয়, হরিজনকো হরি এক।

২৬। রামজী—তুম্ চাহে তো হোত অনোখী

পথর খাস বহায়ে

তুম্ চাহে তো আগ পানি ভয়ে

তুলসী অধম তরায়ে।

রামজী—তুম্ চাহে তো মৃত অমৃত বনে

অমৃত গরল উগারে।

তুম্ চাহে তো শুধা রাম করে

তুলসী অধম উবারে।

রামজী—তুম্ চাহে তো কাক ধরম করে

অভিমান ছোড়ে জ্ঞানী

তুম্ চাহে তো মূরখ প্রবর বনে

তুলসী জোড়ে য়গ পাণি।

২৭। কাশী করবট লেতা হ্যয়

আন কটাও শীষ।

বনবন ভট্কা ফিরতা হ্যয়

পাও ত নহি জগদীশ।

পণ্ডিত অওর মশালচী

ইন্‌কী গত কহি ন যায়।

পরদকা দায়া দিখাকে

অপ অঁধেরে ধায়।

রামজী—তুম্ চাহে তো কাম সফল হোয়ে

কাম নিকাম বনায়ে।

বিসরণ স্মরণ পহচায়ে

তুলসী শ্রীপতি পায়ে।

২৮। হা গুণখানি জানকী সীতা।

রূপ শীল নেম পুনীতা।

হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেণী।

তুমহ দেখি সীতা মৃগ নয়নী।

*

শ্রীতুলসীদাস (চিত্র-গীতি)

মহাত্মন শ্রীমৎ তুলসীদাসের শ্রীচরণে এই বাণী চিত্র উৎসর্গিত হইল।

চিত্র নাট্য ও পরিচালনা :—**হীরেন বসু।**

কর্ম্মীবৃন্দ।

চলচ্চিত্রাঙ্কণ : অমূল্য মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানকুণ্ড, প্রশান্ত দাস ও সন্তোষ বসাক। শব্দযন্ত্রানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়, মণি বসু, কার্ত্তিক পাঠক। দৃশ্য সজ্জা ও দৃশ্য পরিচালনা : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বসু, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ও মণি সামন্ত। সঙ্গীত পরিচালনা : অনুপম ঘটক, হীরেন ঘোষ। নৃত্য পরি-কল্পনা : অনাদি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : সুবোধ রায় ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : ধীরেন দত্ত, গুরু ও মদন পাঠক। সহ পরিচালনা : ধীরেন সাহা ও গোপাল দাশগুপ্ত। ব্যবস্থাপনা : খগেন পাঠক। আলোক নিয়ন্ত্রণ : খগেন পাল, সুধীর দাস, দুলাল শীল, অধীর নন্দী, শম্ভু বন্দোপাধ্যায়, সুধাংশু শীল, সুকুমার বিশ্বাস, যাদব সেন ও নিতাই শীল। রসায়নাগারিক : পঞ্চানন নন্দন ; বলাই ভদ্র ; সত্যেন বসু ; নীরেন মিত্র ; হীরেন দত্ত ; খগেন মুখোপাধ্যায়। স্থির চিত্রাঙ্কন : রবীন দত্ত।

কথক নৃত্যের ছন্দগাথা রচয়িতা :

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

—রূপায়ণে—

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, বিপিন মুখার্জ্জি, সুধাংশু মুখার্জ্জি, কালী সরকার (এঃ), গোকুল মুখার্জ্জি, কমল মিশ্র, বিমল ঘোষ, হরিমোহন বসু, খগেন পাঠক, নিভাননী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মনোরমা, ছায়া, অমূল্য সান্যাল, সুনীত মুখার্জ্জি, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, মৈত্রেয়ী, শিখাবাগ, বেলা বোস, হিমাংশুশুভঙ্কর মিত্র, ধীরেন বসু, গগন দে, কেষ্ট দাস, প্রভাত মুখার্জ্জি, পার্ব্বতী চৌধুরী, বরুণ সেন, মায়াদেবী, খগেশ চক্রবর্ত্তী, অমর ঘোষ, শীতল ব্যানার্জ্জি, সন্তোষ মল্লিক, কালীপদ চক্র-বর্ত্তী, জিতেন মুখার্জ্জি, ললিত মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

প্রবর্ত্তক : **শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।** পরিবেশক : **ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।**

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসান্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

NEW THEATRES EASTERN DISTRIBUTORS LTD.

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও নিউথিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্ত্তৃক ২৭-বি, বিডন রো কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।